পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতার ব্যপারে সকল ধর্মেই নির্দেশ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে ও এ ব্যপারে কঠোর ভাবে নির্দেশ রয়েছে। রাসুল ( সঃ) ইরশাদ এর হাদিস - পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা ইমানের অংগ।

সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানের আলো জ্বালানো হয়। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোর অবস্থা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে অনেক করুণ ।

যে প্রতিষ্ঠানগুলো হতে দেশের সুস্থ ও সচেতন নাগরিক হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়া হয় সে জায়গা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয় তাহলে কেমন করে সুস্থ ও সচেতন নাগরিক তৈরি হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব শুধুমাত্র একজন পরিষ্কারকারী কর্মীর কাজ নয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সহ আমাদের সবার দায়িত্ব। উন্নত দেশগুলোতে বাচ্চারা এই সাধারণ জ্ঞানগুলো পরিবার থেকে পেয়ে থাকে।

আমাদের দেশের বাচ্চাদের পরিবার থেকে এই জ্ঞানগুলো দেয়া দরকার। বাংলাদেশ ইউরোপের মত যদি হয়ে যায়নি, তবুও তো পিছনে নেই অর্থনৈতিক ও টেকনোলজির দিক দিয়ে। আমাদের যে অগ্রগতি তা অতুলনীয়। আজ শহর হতে শুরু করে গ্রামের প্রতিটা মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। দেশ ও দেশের বাইরের ভালো-মন্দ খবর রাখে, তাহলে আমরা কেন আমাদের জায়গা পরিষ্কার রাখতে পারি না।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা - প্রতিষ্ঠান পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যপারে যে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তা যুগান্তকারী ঘোষণা। সপ্তাহে একদিন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে বিদ্যালয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করবে। শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার পর কিছু স্কুল-কলেজ কাজগুলো করতে শুরু করেছিল।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে নিজের কাজের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং বলা যায় পরিবেশের দিক দিয়েও তাদের মনের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে যার ফল দেখতে পাবো। সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে আমাদের সকলের অবশ্যই উচিত পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতার ব্যপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা।এতে পরিবেশ ও মন ভাল থাকবে। তাই লেখা পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে পরিস্কার, পরিচ্ছন্নতার ব্যপারে শিক্ষা দেয়া জরুরি।